"সন্তুষ্টির শক্তি মুখমণ্ডল ও আচরণে ধারণ করে ব্রহ্মা বাবার সমান হও, সদা খুশি থাকো এবং খুশি বিলিয়ে দাও"

আজ সমুখে থাকা কিংবা দূরে থাকা সমস্ত সন্তুষ্টমণি বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা নিজের সন্তুষ্টতার শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে, হাসিমুখে মিলন উদযাপন করছে। এই সন্তুষ্টির শক্তি হলো সবচেয়ে মহান, সেইজন্য সর্বপ্রাপ্তি এর মধ্যেই রয়েছে। সন্তুষ্টতার শক্তি ধারণকারী সন্তুষ্টমণিরা নিজেরও প্রিয়, বাবারও প্রিয় পরিবারেরও প্রিয়; কেননা যেখানে সন্তুষ্টি আছে, সেখানে সর্বশক্তি সন্তুষ্টতার মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে। সন্তুষ্টতার শক্তির বায়ুমণ্ডল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সন্তুষ্টমণি আত্মারা কখনও মায়ার কাছে পরাজিত হতে পারে না, মায়ারই হার হয়। সন্তুষ্টমণি আত্মারা সকলের হৃদয় নিজের করে নিতে পারে। সন্তুষ্টমণি আত্মা মায়া কিংবা প্রকৃতির যেকোনো ধরনের অস্থিরতা এমনভাবে অনুভব করে, যেন তারা কোনো কার্টুন দেখছে। এমনভাবে প্রত্যেক বাচ্চা নিজেকে সন্তুষ্টতার শক্তিতে সম্পন্ন মনে করো? নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কি সন্তুষ্টমণি? অনেক বাচ্চা বলে - কখনো কখনো থাকি, সদা নয় কিন্তু কখনো কখনো। তো কখনো কখনো শব্দ বাপদাদার ভালো লাগে না। বাপদাদা তো সদা প্রত্যেক বাচ্চাকে স্মরণের স্নেহ-সুমন দেন, খুশি দেন। তো বাপদাদার এই কখনো কখনো শব্দ পছন্দ নয়, সদা আনন্দময় থাকবে। বাপদাদা এটাই চান যে, তোমরা এই কখনো কখনো শব্দ পরিবর্তন করো। কখনো কখনো শব্দ ব্রাহ্মণদের ডিকশনারিতেই নেই, 'সদা'। তো আজ সব বাচ্চা যারা বাবার প্রিয় এবং মায়ার প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র তারা কি কখনো কখনো এই শব্দ সমাপ্ত করতে পারো? করতে পারবে? কেননা, বাপদাদা অনেক সময় ধরেই বলছেন যে, যেকোনো বিপর্যয় হঠাৎ করেই আসবে। তার প্রস্তুতির জন্য এখন থেকেই যদি কখনো কখনো'র সংস্কার থাকে, তবে কি সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে? ব্রহ্মা বাবার প্রতি সবার হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা রয়েছে। ব্রহ্মা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা রয়েছে - একসাথে আছি, একসাথে চলবো এবং একসাথে রাজত্ব করবো। এই প্রতিজ্ঞা পাকা তো না! কাঁধ নাড়াও। পাক্কা? কতটা পাক্কা? ব্রহ্মা বাবা কি কখনো কখনো শব্দ বলেছেন? তিনি তোমাদের সবাইকে সদা অমৃতবেলায় স্মরণের স্নেহ-সুমন দিয়েছেন এবং সদা বাবার সাথে মিলে জ্ঞানের বিষয়, স্নেহের বিষয় ও উৎসাহ-উদ্দীপনার বিষয়ে শুনিয়েছেন। তো সবাইকে তিনি হাত তুলতে বলবেন, নাকি বাপদাদার প্রতি ভালোবাসা আছে, তাহলে তো সবাই দু'-হাতই তুলবে! তাই না! পাক্কা? যখন ভালোবাসা থাকে, তখন প্রিয়তমের প্রতিটি শব্দের প্রতিও ভালোবাসা থাকে। ব্রহ্মাবাবা কখনো শিব পিতার কাছে এটা বলেননি যে কখনো কখনো হয়। তিনি সদা ফলো ফাদার করেছেন এবং সাথে সাথে তোমাদেরও করিয়েছেন। কারণ ব্রহ্মাবাবার বাচ্চাদের প্রতি অন্তরের গভীর ভালোবাসা রয়েছে, আর সেইজন্য তোমাদের নামও কী হয়েছে? ব্রহ্মাকুমারী, শিবকুমারী নাম হয়নি। তো ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার নির্দেশ এবং ব্রহ্মাকুমার কুমারীর নির্দেশ মেনে চলা। ভালোবাসা মানে উৎসর্গ। তাহলে কিসের প্রতি উৎসর্গ হবে? তাঁর আজ্ঞার প্রতি। যা বলেছেন, তা' করেছেন। কারণ ব্রহ্মা বাবার সাথে শিব বাবা আছেন, তিনি একা নন। তোমরা বাপদাদা, বাপদাদা বলো তো না!

তো আজ বাপদাদা কখনো কখনো শব্দকে সব বাচ্চার মুখ থেকে সমাপ্ত করতে চান। তো তোমরা সব বাচ্চা বাবার সাথী। ভালোবাসা আছে তো না! ভালোবাসায় তো নিজেকে নিজে উৎসর্গ করে দেয়, আর এটা তো শুধু একটা শব্দ উৎসর্গ করতে হবে। কেননা বাপদাদা সব বাচ্চাকে মালার বিজয়ী রত্ন বানাতে চান। তো তোমরা নিজেদের এই মালার দানা মনে করো? বিজয়ী মনে করো? অনেক বাচ্চা বলে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তো অনেক আর মালা তো ১০৮-এর; তাহলে ১০৮-ই আসবে তো না! কিন্তু যদি

তোমরা সম্পন্ন হও, বিজয়ী হও তবে মালা ১০৮-এর জন্য আছে এটা ভেবো না; বাপদাদা মাঝখানে আরও নরি জুড়ে দেবেন। কিন্তু তোমরা বিজয়ী হও। কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে, জানি না নম্বর পাওয়া যাবে কি যাবে না! তোমরা যদি সম্পন্ন হও, তবে বাবা নম্বর দিয়েই দেবেন, কারণ বাবার বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। আগেও বলা হয়েছে, যদি বা কেউ একদম লাস্ট বাচ্চাও হয়, তার প্রতিও বাবার ভালোবাসা রয়েছে। কেননা সেই বাচ্চাও নিজের স্বভাব-বশে থাকলেও, বাবাকে চিনে আমার বাবা তো বলেছে! দুনিয়ায় কত বড় বড়ো পদাধিকারীরা বাবাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু সে তো চিনেছে, হতে পারে সে কোনো দুর্বলতার বশে আছে, কিন্তু বাবাকে তো চিনেছে! ভালোবাসার সাথে আমার বাবা তো বলে। সেই জন্য বাবা আগেও শুনিয়েছেন যে, লাস্ট বাচ্চার প্রতি বাবার ভালোবাসা তো আছেই, উপরন্তু তার ওপর বিশেষ কল্যাণের দৃষ্টি, কল্যাণের বৃত্তিও রয়েছে যে, এই বাচ্চা কোনো না কোনোভাবে অগ্রচালিত হতে থাক। তো বাপদাদা আজ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তোমরা অন্য সব ব্যাপারে ভেবো না - এটি কীভাবে হবে, এটি কী হবে! তোমরা নিজেদের যোগ্য আত্মা বানাও। কর্মযোগী আত্মা বানাও। বাকি তো এমন যোগ্য বাচ্চা যারা হবে সেই সব বাচ্চাকে বাবা সর্বপ্রাপ্তির বরদান দিয়ে এগিয়েও নিয়ে যাবেন, পিছনে ফেলে রাখবেন না।

তো বাপদাদা আজ অমৃতবেলায় চতুর্দিকে, তা' দেশে হোক বা বিদেশে, চক্রভ্রমণে গেছেন। সাধারণতঃ বাপদাদা চক্রভ্রমণ করেই থাকেন, কিন্তু আজ যখন পরিক্রমণ করেছেন, আগেই তিনি শুনিয়েছেন যে, বাপদাদা যখন চক্রভ্রমণে যান তখন বিশেষভাবে তোমাদের পূর্বজ দাদিরাও পরিক্রমণে সাথে চলেন। তো চক্রভ্রমণের সময় কী দেখলেন? তোমরা নিজেরাও তো তা' জান। সবাই খুব ভালো ভালো সংকল্প কর - করেই দেখাব, হয়েই দেখাব, হাতে হাত রেখেই চলব। তো হাতটা আসলে কী? শিব বাবার তো ফরিস্তা রূপও নেই, তাহলে হাত কোনটা? শ্রীমত-ই হলো হাত। ফরেনে হাতে হাত রেখে চলার ফ্যাশন আছে। তো এখানে হাত হলো শ্রীমত, তো তোমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে চলার পক্ষে তো না! সেই মনোবল আছে তোমাদের? ব্রহ্মাবাবাকে দেখো, প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমতে চলে তোমাদের সবাইকে ক'রে দেখিয়েছেন। কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, এক্সামপল হয়েছেন। সাকার রূপে এক্সাম্পল হয়েছেন।

নিরাকারের কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা সাকার রূপে তো তোমাদেরই সাথি ছিলেন। তো যেমন ব্রহ্মা বাবা শ্রীমতের হাতে হাত মিলিয়ে ফরিস্তা হয়ে গেছেন, তেমনই তোমাদেরও ফলো ফাদার করতে হবে তো না! ফলো ফাদার স্মরণে আছেনা? তো কী ফলো করতে হবে? সব বিষয় স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, ব্রহ্মা বাবার চেহারা ও আচার-আচরণ তোমরা সবাই জান, জানো তো না! নিজের বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মা বাবাকে ইমার্জ করতে তো পারো, তাই না! ব্রহ্মা বাবা যেভাবে দিনচর্যা পালন করেছেন, সাকার শরীরে থেকে সাকারের সবকিছু অনুভব করেছেন! ব্রহ্মা বাবার চরিত্র তো সবাই জানই তোমরা। সুতরাং ফলো ফাদার। তোমাদের পাকা করার জন্য ব্রহ্মা বাবার প্রতিটি পদক্ষেপ রিভাইজও করা হয়েছে।

তিনি কী কী করেছেন তার ৮ পদক্ষেপ বিষয়ে পড়ো তো না! ব্যস্! সেটাকেই ফলো করতে হবে। ফলো করা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়া। তো ভাবো, বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে, দুই বাবার প্রতিই ভালোবাসা আছে। ভালোবাসা মানে আগেও বলা হয়েছে যে, ভালোবাসার প্র্যাক্টিক্যাল রূপ হলো ব্রহ্মা বাবার কর্মধারা ও বলা, আর বাচ্চাদের বাবার সমান কর্ম করা - সেটাই হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা। কিছু বাচ্চা কী করে? ব্রহ্মা বাবার সমান করতে হবে - এটা ভাবে, কিন্তু আগে কাজটা করে ফেলে পরে ভাবে। ব্রহ্মা বাবার সমান তো আর করা হলো না, কিন্তু কাজটা তো ক'রে নিয়েছ। সুতরাং যদি ফলো করতে হয়, তবে আগে ভাবো, সংকল্প করার আগে ভাবো। সংকল্প করার আগে ভাবো যে, এই সংকল্প

ব্রহ্মা বাবার সংকল্প! যদি হয়, তবে তা' প্র্যাক্টিক্যালি করো। করার পরে ভেবো না। বরং আগে ভেবে তারপর ফলো কর। ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার সমান হওয়া। সাহস আছে? ফলো করার সাহস আছে তোমাদের? যারা মনে কর করতেই হবে, তারা হাত তোলো। আগে ভাবো, তারপর করো। করে ফেলার পর ভেবো না।

আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে ব্রহ্মা বাবার সমান বিশেষ সন্তুষ্টতার শক্তি দেখতে চান। এই সন্তুষ্টতার একটি শক্তির মধ্যেই সমস্ত শক্তি চলে আসবে। তো আজ বাপদাদার বিশেষ বরদান - সন্তুষ্টতার শক্তি ভব! পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, নিজের সন্তুষ্টতা কখনো ছেড়ো না। কোনো কোনো বাচ্চা আত্মিক বার্তালাপ করে তো না! তো সেই সময় বলে সন্তুষ্ট হওয়া সহজ, কিন্তু অন্যকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন। কেউ কোনো ভুল কিছু করলে, যদি করে তবে তোমরা বুঝেও যাও যে এটা ঠিক নয়, তখন হৃদয়ে তোমরা কী রাখো? এ' এ'রকম করে, এ' ও'রকম করে, এর স্বভাবই এ'রকম, এর ধরন ও'রকম। হৃদয়ে রেখো না। কেননা, তোমার হৃদয়ে বাবাকে বসিয়েছো। কাঁধ নাড়াও। পাকাপাকিভাবে বসিয়েছো? নাকি বেরও করে দাও, আবার বসাও? যদি বসিয়েছো, তো হৃদয়ে এসব কথা রাখবে? বাবার সাথে এসব বিষয়ও হৃদয়ে রাখবে! হৃদয়ে রেখো না।

বাপদাদা এর যুক্তি আগেই শুনিয়েছেন যে, সদা এমন আত্মার প্রতিও শুভ ভাবনা ও শুভ কামনা বজায় রেখে নিজের সেই শুভ কামনাকে কার্যে প্রয়োগ করো। আর বাস্তবিকপক্ষেও একটু ভেবে দেখো - তুমি যখন বুঝতে পারছো যে সে সঠিক করছে না, তো সেটা খারাপ ব্যাপার, তাহলে কেউ যদি তোমাকে খারাপ জিনিস দেয়, তবে তুমি তা' নেবে? তো যখন খারাপ বুঝতে পারছো, তখন সেটা নিজের বুদ্ধিতে রাখা বা হৃদয়ে স্থান দেওয়া তো খারাপ জিনিস, নিয়েছ কেন? এ'ভাবে নিজের হৃদয়ে সদা বাবাকে স্থান দিয়ে বাবা সমান হয়ে যাবে। এটা তোমাদের প্রতিজ্ঞা তো না, বাবার সমান হতেই হবে! হতে হবে পাক্কা তো? নাকি ভাবছো - জানি না হতে পারবো কি পারব না! এটা ভাবো না তো? ভালোবাসা মানে ফলো ফাদার। তো বাপদাদা এখন প্রত্যেক বাচ্চাক শুভ কামনা ও শুভ ভাবনায় সম্পন্ন আত্মা হিসেবে দেখতে চান।

টিচার্স হবে? টিচার্সের প্রতি বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে। কেন ভালোবাসা রয়েছে? কেননা তারা বাবার গদিতে বসার সাহস রেখেছে। তাহলে টিচার্সের মধ্যে সাহস আছে তো না! প্রত্যেক টিচারের কাছ থেকে বাবা এটাই চান যে, প্রত্যেকের ফিচার থেকে যেন ফিউচার দেখা যায়। বাপদাদা নিমিত্ত টিচার্সকে বলছেন, কিন্তু তোমরাও সবাই সাথি তো না! বাপদাদা বোর্ডিংয়ের ছোট ছোট বাচ্চাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন - আনন্দদায়ক এবং সৌভাগ্যবান, প্রত্যেকের মুখমণ্ডল যেন এমন হয়। তো এখনও বাপদাদা এটাই চান যে, প্রত্যেক বাচ্চার মুখমণ্ডল দেখে যেন প্রতীয়মান হয় যে এ' আনন্দদায়ী ও সৌভাগ্যবান আত্মা। বাণী দ্বারা তোমরা অনেক সেবা করেছ এবং ভালো করেছো, তার সার্টিফিকেট তো আছে, কিন্তু এখন নিজেদের মুখমণ্ডল ও আচরণের মাধ্যমে সেবায় এগিয়ে যাও। যেমন কোনো গরিব যদি লটারি পেয়ে যায়, তখন তার মুখ আর আচরণই কথা বলে, তাই না! তার মুখ দেখেই সবাই অনুভব করে - আজ সে বিশেষ কিছু পেয়েছে। ঠিক তেমনই, তোমাদের আচার-আচরণ এবং মুখমণ্ডল দেখে সবাই যেন মেনে নেয় যে এদের বিশেষ কিছু প্রাপ্তি হয়েছে।

তো আজ বাপদাদা কী চান? ব্রহ্মাবাবা সমান হও। ফলো ফাদার, কেননা সময়ের অবস্থা তো অস্থিরতার মধ্যে আসছেই এবং আরও আসবে। সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে এই শিক্ষাই দিতে চান যে, সদা খুশি থাকো এবং খুশি বিলিয়ে দাও। যত খুশি বিলিয়ে দেবে, তত খুশি বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের আনন্দময় দেখে অন্যরাও অন্তত ৫ মিনিটের জন্য হলেও যেন খুশি হয়। দুঃখী আত্মারা যদি তোমাকে

দেখে ৫ মিনিটের জন্যও খুশি হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য সেটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে। তো আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার আচরণ ও চেহারায় সন্তুষ্টতার বিশেষ শক্তি ধারণ ক'রে অন্যদেরও তা' করানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করাচ্ছেন। আচ্ছা।

আজ যারা প্রথমবার এসেছো, তারা সবাই উঠে দাঁড়াও। দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো অর্ধেক ক্লাসই প্রথমবারের। হাত তোলো। দেখো, সবার হাত দেখ। কত নতুন নতুন ভাই-বোন তোমাদের সাথি হয়েছে। অভিনন্দন, অনেক অনেক অভিনন্দন। এখন যেমন এখানে পর্যন্ত পৌঁছেছো তো না! বাপদাদার সাথে দেখা করা পর্যন্ত পৌঁছেছ, এরপরে কী করতে হবে? ফলো ফাদার-ব্রহ্মাবাবা। বাপদাদারও তোমরা সব বাচ্চাকে দেখে আনন্দ হয়, বাহ! বাচ্চা এসে গেছে! সমগ্র পরিবারেরও আনন্দ হয়, আমাদের ভাই-বোন এসে গেছে, এসে গেছে, এসে গেছে। এখন ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করো। কখনো কোনো কিছু হলে, কোনো কোশ্চেন হোক কিংবা কোনো প্রবলেম, দুনিয়াই তো প্রবলেমের। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের টিচারের মাধ্যমে সেটার সমাধান করিয়ে নিও। দু'দিন হয়ে গেছে, এমন হয়েছে, এ'সব ক'রো না, কারণ তোমরা অনেক পরে এসেছ তো না! আর যেতে তো চাও সামনে, তাইনা? পেছনে থাকতে চাও? না। যদি এগিয়ে যেতে চাও, তবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই একটি কাজই করো - হৃদয়ে কোনও ব্যর্থ জিনিস রেখো না। এর জন্য অমৃতবেলায় নিজের বাবার সাথে দিব্য মিলনের পর - প্রথম তো অমৃতবেলা অবশ্যই করবে, আর তারপর নিজের সারা দিনের দিনচর্যা এমন রাখবে যাতে মন বিজি থাকে। কোনো না কোনো ড্রিল, বাপদাদা অনেক ড্রিল শিখিয়েছেন, সুতরাং কোনো না কোনো ড্রিল তোমাদের সময়সূচির সাথে সাথে করতে থাকবে। বাপদাদা সবার উদ্দেশ্যেই বলেন যে, মাঝে মাঝে সময় বের কর, তা' তোমরা পুরানো হও বা নতুন, সবাইকে একদম অশরীরী হওয়ার ড্রিল অবশ্যই করতে হবে। কারণ আগামী সময়ে মাত্র এক সেকেন্ডে অশরীরী হতেই হবে। এই ড্রিল করার ক্ষেত্রে কেউ যেন না বলে যে সময় পাইনি। কেউ যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, জলতেষ্টা পেলে কি জল খাওয়ার জন্য কেউ উঠবে না? প্রয়োজন মনে ক'রে উঠবে তো! অতএব, এই এক মিনিট অশরীরী হওয়ার ড্রিল অবশ্যই প্র্যাকটিস করো। সেই সময়ে কিন্তু প্র্যাক্টিস করতে পারবে না। অনেকে ভাবে তো না সময় আসুক, করে নেবো। কিন্তু না! এই জন্মের পর জন্মের বডি কনশাসনেস-এর অভ্যাস সেই সময়ে অশরীরী হতে দেবে না। তো এখন থেকেই যেকোনো সময় বের করে সারা দিনের মধ্যে সময় সময়তে, যে সময়ই তোমরা নির্দিষ্ট করবে, এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি অশরীরী আত্মা, এই আত্মিক স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। বডি কনশাসনেস যেন নিজের দিকে না টানে। এই অভ্যাস সবাইকে করতে হবে, তা' সে পুরোনো হোক বা নতুন। কেননা, বাপদাদা কিছুকাল ধরেই এই বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু এটা করা আবশ্যক। নয়তো, শ্রীমতের হাতে হাত রেখে চলতে পারবে না। তোমাদের প্রতিজ্ঞা তো এটাই যে একসাথে চলবো, একসাথে রাজ্যে আসব। তাই এই ড্রিল সবাইকে করতে হবে। বাকি নতুন যারা এসেছে তারা খুশি থাক, সমৃদ্ধিতে থাক এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে যাও। আচ্ছা।

চতুর্দিকে দূরে বসে থাকা, হৃদয়ে সমাহিত করে এমন বাচ্চাদের বাপদাদাও দেখছেন। সকলের ভালোবাসার সুবাস মধুবনে এসে পৌঁছাচ্ছে। তো এখন সবাইকে তীব্র গতিতে চলতে হবে, তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে, তীব্রতার দ্বারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে সুখ নিয়ে আসতে হবে। দুঃখী মানুষকে সুখী করতে হবে। সুখী করার এই বার্তা দিয়ে সকলকে সুখী বানাতে হবে - সেবায় এই তীব্রতা থাকলেও, আরও আনতে হবে। আচ্ছা। সকলের প্রতি হৃদয়ের অনেক অনেক স্নেহভরা স্মরণ স্বীকৃত হোক।

বরদানঃ- নিজের আরাম-আয়েশও ত্যাগ করে সদা সন্তুষ্ট, সদা প্রফুল্লিত ভব

সেবাধারী নিজেদের রাত-দিনের আরামকেও ত্যাগ করে সেবার মধ্যেই প্রকৃত আরাম অনুভব করেন। যারাই তাদের সংস্পর্শে আসে বা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে আসে, তারা সমীপতার এমন অনুভব করে যেন শীতলতা, শক্তি ও শান্তির ঝরনার নীচে বসে আছে।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান সেবাধারী কামধেনুর হয়ে সকলের মনোকামনা চিরকালের জন্য পূর্ণ করে দেন। এমন সেবাধারীরা স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা প্রফুল্লিত ও সন্তুষ্ট থাকার বরদান লাভ করে।

স্লোগানঃ- জ্ঞানস্বরূপ হতে হলে সর্বদা স্টাডি দিকে অ্যাটেনশন রাখো, বাবা আর পড়াশোনার প্রতি সমান ভালোবাসা রাখো।

অব্যক্ত ইশারা :- ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো মনে যে সকল ব্যর্থ সংকল্প বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলে, তার মূল কারণ হলো একটি শব্দ, যেটি বুদ্ধিতে চলতে থাকে, তা হলো "এটা কেন হলো?" এই "কেন"-এর কারণেই ব্যর্থ চিন্তার ক্যু শুরু হয়। এই "কেন" শব্দের সমাপ্তি হলেই সম্পূর্ণতার স্থিতি এসে যাবে। তখন আর "কেন" থাকবে না। যখন "কেন" শব্দ সমাপ্ত হবে, তখন আত্মা ড্রামার ভবিতব্যের প্রতি একরস, স্থেরিয়ম থাকবে। বিশেষ সূচনা – মাসের তৃতীয় রবিবারের যোগ অভ্যাস আজ মাসের তৃতীয় রবিবার। সকল ভাই-বোন সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়ে সন্ধ্যা ৬:৩০টা থেকে ৭:৩০টা পর্যন্ত নিজেদের শক্তিস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হয়ে জ্ঞান-সূর্যের শক্তিশালী কিরণগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করো এবং সেই কিরণের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের সেবায় সহযোগী হবেন।